প্রথম সংস্করণ ঃ দোলপূর্ণিমা / ফাল্গুন ১৩৬৭ / মার্চ ১৯৬০

প্রকাশক ঃ অমর নাথ দত্ত
৯/৪, আর্যপল্লী স্ট্রীট, কলকাতা— ৭০০০২৮

প্রচ্ছদপট ঃ সমরেশ মুখোপাধ্যায়

মুদ্রক ঃ প্রশান্ত রায়
মাঝি প্রেস
২৮ বি, সিমলা স্ট্রীট, কলকাতা—৭০০০০৬

উৎসর্গ ঃ

শ্রীযুক্ত ডক্টর শৈলেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্তা মণিমালা মুখোপাধ্যায়

যাঁরা কবি—সার্থক কবি, আমি যতটুকু বুঝি, তাঁরা একটা জগতকে পাঠকের অনুভবে সঞ্চারিত করে দেন। কবির আত্মমমতায় গড়া সে জগৎ কখনো সাঙ্কেতিক, রহস্যময়, কিংবা কখনো বিক্ষোভে বা যন্ত্রণায় বিহ্বল। নিজের একান্ত ব্যক্তিগত সেই সব অনুভবের বহুবর্ণরূপ কবির নিজেরই আত্মরূপ। আবার ব্যাপক অর্থে হয়ত সবারই। সে কবিতা-দর্পণে নিজেকে পাঠক যদি নতুন করে আবিষ্কার করেন, নিজেকে প্রতিবিম্বিত হতে দেখেন অবিকল, যদি সে প্রতিবিম্বে একাকার হয়ে যান পাঠক, তবে পাঠকের লাভ যতটা কবির সার্থকতা তার চেয়েও অনেক বেশী। তেমন সার্থকতার জন্য অবশ্য কবিকে অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক বিবর্তনের বাঁকমোড় ঘুরে যেতে হয়।

সমরেশ এ রকম কাব্যদর্পণ নির্মাণ করতে পেরেছে কিনা, অথবা এই কবিতাবলীতে কোথাও তার ভবিষ্যত সম্ভাবনার নিশ্চিত লক্ষণগুলো লুকিয়ে রয়েছে কিনা, সে বিচারে আমার মত মানুষের কোন অধিকার নেই। আমি তার বন্ধু পাঠক, কর্মক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগী। সমরেশ কবিতা রচনায় যতটা মনোযোগী, যতটা আন্তরিক, নিজেকে বহুজনের কাছে প্রকাশে তার মনোযোগ ততটা তীব্র নয়, এ আমি জানি। ফলে যে স্বল্পসংখ্যক পাঠকের কাছে সমরেশ সঙ্কোচমুক্ত, আমি তাদের একজন। এমনি একজন পাঠক হিসেবে আমি শুধু বলতে পারি সমরেশের কিছু কিছু কবিতায় আমিও আপ্লুত হয়েছি। মুগ্ধ হয়েছি।

তবে কাব্য বিচারে সবার রুচি এক নয়, শিল্প সাহিত্যের সার্থকতার নিরিখও সবার একরকম নয় সঙ্গত কারনেই। উপরন্তু কবিতার ভাষা শৈলী চিত্রকল্প নিরন্তর পাল্টাচ্ছে, ভয়ানক দ্রুত পাল্টাচ্ছে। তার সঙ্গে অনেক

পাঠকেরই সমতালে চলবার ক্ষমতা নেই। হয়ত অনেক কবিরও নেই। বাংলা কবিতার যাঁরা উৎসাহী পাঠক এ তথ্য তাঁদের অজানা নয়।

আসলে খরস্রোতা নদীর চেয়েও দ্রুত খাত পাল্টাচ্ছে আমাদের জটিল জীবন। মূল্যবোধের নানান বিচিত্র ভাঙাগড়া চলছে অবিরাম অপ্রতিরোধ্য তেজে। যেমন একদিকে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের অনভিপ্রেত বিচ্ছন্নতা তৈরী হচ্ছে, মানুষ ক্রমশঃ নির্বান্ধব নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে অর্থনৈতিক পঙ্গুতায় আর অপ-সাংস্কৃতিক পরিবেশে ; অন্যদিকে তেমনি অনেকেই তার প্রতিবাদে প্রতিরোধে নিজেকে ঢেলে সাজাচ্ছেন। ফলে কবিতাও একই সঙ্গে হতাশায় মর্বিডিটিতে যেমন ক্লিষ্ট তেমনি বিক্ষোভে প্রতিবাদে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ! অজস্র কবিতা লেখা হচ্ছে, হোক ; বহু বিচিত্র স্রোতের পরস্পর বিরোধী ঘূর্ণিতে বিহ্বল মানুষের কাছে কবিতা আত্মপ্রকাশের এক অনিবার্য হাতিয়ার বৈ তো নয়। কবিতার বিস্তৃত উদ্যানে একই সঙ্গে শতপুষ্প প্রস্ফুটিত হোক।

সমরেশও এই ঘূর্ণির বাইরে নয়, তারই অন্তর্গত। তার কবিতাও এই শত পুষ্পেরই একটি। সমরেশ একান্তে নির্জনে আন্তরিক আবেগে নিষ্ঠায় যে কবিতাবলী রচনা করেছে এতদিন ধরে, সেসব আজ, তার সঙ্কোচ সত্বেও, পাঠকের দিকে প্রসারিত। বহুজনের প্রশংসা-নিন্দা, আন্তরিক আলোচনা-সমালোচনার ঘাত-প্রতিঘাতে আরও উজ্জ্বল অভিজ্ঞ হয়ে সমরেশ উজ্জ্বলতর আরো আরো কবিতা রচনা করুক, এই একান্ত ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা এখানে জানাবার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত।

— সমীর রক্ষিত

সূচীপত্র

পার্থিব পৃথিবী পেরিয়ে

কে তুমি, অনিবার অবিরোধে
কালের চক্রব্যূহে,
ঠেলেছ আমাকে এক অন্তহীন সন্ধানে ?
নও তুমি কোন ছন্দগীতিকা
যার 'পরে লয়ের অঞ্জলি নিয়ে
লুটিয়ে পড়েছে সুরকণ্ঠ সমূহ ।
নও তুমি জিজ্ঞাসা জানি—
বিজ্ঞানের পার্থিব চাহিদায়
যায় না পাওয়া তোমায়,
তুমি শুধু চল অজ্ঞানে অবিজ্ঞানে
জানিনা কোথায় ।
জীবনের শেকড় হয়ত নেই গেঁথে
তোমাতে,
তবু খোঁজে জীবন তোমায়
যেমন প্রসারিত তরুশাখা ।
তবে তুমি কি সেই আকাশ ?
তাও নও জানি,
অসীম গগনেরও আছে সীমান্ত
নেই শুধু তোমার ।
নও তুমি তৃষা মরীচিকা
তুমি চিরসত্য,
ওরা ভুল, ফুল শুধু ক্ষণিকের
শাশ্বত তুমি, তুমি অমূল্য ।

তুমি নও অনুভূতি,
কাম ক্রোধ মোহ লোভ
লজ্জা ঘৃণা ভয় আর সকলের
শুধু তোমার নয়—
তবু তুমি আছ
সকলের মাঝে সকল উর্দ্ধে
শুধু পাইনা তোমায়।
তুমি নেই বাস্তবে
তবু আছে বাস্তব, তুমি আছ তাই-
আজ তাই জীবনকুঞ্জে
অন্বেষণে,
জানিনা তুমি কে, তুমি কী
তুমি কোথায়—
হয়ত তুমি যুগযুগান্তের গর্ব্বিতা
কবিতা—
পরিভাষা যার শুধুমাত্র
উপলব্ধির ভাষা ॥

এক পেয়ালা সময়

চায়ের ধোঁয়ায় আবছা
একটি মুখ—
সিগারেটের কুয়াসা
বেষ্টন করে
তার কল্পনার ছায়া।
কলিযুগের ব্যস্ততা
করতে হবে ভঙ্গ,
সময় চুরি করে তাই
এখন—
সময় কাটাতে রত ॥

গরমিলের গড্ডপড়তায়

সবকিছু যেন গরমিল—
আলোর আকাশে বিদ্যুৎ
অন্ধকারেতে ছায়া,
মনে হয় তাই নেই কোন মিল।

বাল্যে স্বাধীন তৃষায়
ছটফট করে মন,
শাসনের বন্ধনে ইচ্ছে সব মুছে যায়
থাকে শুধু বারণের বেষ্টন !
যৌবনে যদি জ্বলে
প্রেমের মত্ত নেশা,
স্পন্দনের লোহিত শিরায়
হতে হবে কর্মরত—
মিলনতৃষ্ণা উষ্মা
যখন মানে না বাঁধা প্রতীক্ষার,
তখন সান্ত্বনার হবে
প্রলেপ অর্পণ—
ঝড় যদি ওঠে বুকে
উদ্দামের উড়ন্ত উচ্ছ্বাসে—
রইতে হবে শান্ত
সমাজের শীতল সুনিয়মে।

মধ্যবয়সে আসে মাঝারির মন্দ—
দায়িত্বের দ্রাঘিমায়
কর্তব্যের কাতরতায়
মুছে যায় অবশিষ্ট ছন্দ ;

চিন্তাবৃদ্ধি বুদ্ধির তাগিদে বেসামাল
অতীত বর্তমান সাথে ভবিষ্যৎ
তবু হয় মেলাতে,
হতে হয় এক নির্বিকার বিচারক।
বার্ধক্যে, অজানা আশঙ্কার অবুঝ তীরে
উধাও হয়ে যায় মন,
দেহ শুধু থাকে পড়ে
সম্পদ নিয়ে শেষ নিশ্বাসের ;
কাজের মাঝে হতে হয় অকাজের জঞ্জাল—
বাঁচতে হয় বর্তমানে বাস্তবে,
অথচ অতীতের মাঝে থেকে যায়
প্রকৃত জীবনস্পন্দন।

তাই সকল অমিল ছন্দে
সকলের বাজে আজ,
একসাথে এক হয়ে
কণ্ঠের কাতর করুণ ক্রন্দন

কোন দিন অনুভূতিহীন নিঃসঙ্গ নিমেষে
স্তব্ধ হাহাকার জাগে যদি মনে
মাতৃভূমির সনে—
তখন,
দেখবে দুর্দ্দিনের দর্পণে,
দেশের দশের দিশাহারা দংশনে
শূন্য সকল প্রাণ ;
হয়ত,
তমোগুণের তিমির তিথির
নেই কোন অবসান ॥

আয়নার ইঙ্গিতে

একদিন,
আমার জীবনের প্রতিবিম্ব,
সজীব সৃজনশক্তির সৃষ্টি
সৃজনী—
সহজ সরল সরস হাসিতে
আমার সাথে
খেলায় ছিল মত্ত।
গড়িয়ে এল বিকেল অলখে,
সময় হল নতুন খেলার—
দুধ খাবার,
জ্বরাগ্রস্থ এই জীর্ণ জগতে
কচি ও কাঁচা মনটুকু, প্রাণটুকু
বাঁচিয়ে রাখবার।
ঢুকিনিতো কোনদিন রান্নাঘরে
তবু—
গরম গোরস
সাজালাম সোনামণির সুধাপাত্রে,
খুঁজলাম চিনির কৌটো,
না পেয়ে চাইলাম আমার ছায়ার পানে
লাল টুকটুকে ঠোটে দুষ্টু হাসি—
হাত বাড়িয়ে আমার চোখের মণি
দেখাল আমায়,

ঝুলে ঝলসানো দেয়ালের তাকে
এক কোণে,
নিলাম চিনে চিনির অবস্থান।
বললাম—
আমি, এক অসহায় নিঃস্ব পিতা,
অক্ষম চিনি মেশাতে
তোর জীবন পাত্রে,
তুই নিজেই কেড়ে নিস্ চিনির কৌটো
এই নির্মম নিখিলে,
আর যদি পারিস্ তো দেখিয়ে দিস্
কোথায় আছে লুকিয়ে,
তোর আমার জীবনধারার
স্নেহসুধা ভরা চিনির স্বর্গ ॥

অঙ্কুরে বিনাশ

অন্তর আজ অসাড়
কোন অশরীরী অভিশাপে,
আনন্দের চাকা রুদ্ধ
ঢোলকবাদ্যে শিহরিত
কর্দমাক্ত পিচের তালির রাস্তায়।
পূজার আকাশে,
বিষণ্ণ কালো ছায়ার বারিধারা
প্রফুল্ল বাতাসে আনে নিশ্চলতার
শীতল কম্পন ;
মনের প্যাণ্ডেলে লাগে ঝটিকার রেশ,
তবুও—
দুর্গামাতার ভাস্কর্যসম অটল
ঊর্ধ্বের মেঘমল্লার ॥

কারাবাসের খসড়া

বোবা আর্তনাদের মত,
ঝটিকাঘাতে পোড়োবাড়ীর দুয়ার ভাঙার মত,
অথবা নিশীথে প্যাঁচার কণ্ঠসম—
রাত্রির শেষ প্রহরে দিল দেখা
—সেই মুখ।
স্মৃতি-গহ্বরে হস্তচালনা,
হৃদপিণ্ডের তালে তাল রেখে সন্ধান
কোন চেনা বা অচেনা ছবির—
সব দাঁড়ায় অবোধ জটিলতায়।
পুরাতন সোপানের পথ বেয়ে
নেমে যেতে লাগে ভয়,
যায় যদি ভেঙ্গে—
পৃথিবীর অনিশ্চয়তার বাতাসে,
নিশ্চয় সে ঘটনার কাঠামোতে
আজ বিবর্ণ উলুবন।

রক্তের নোনা স্বাদের অনুভূতি
কোন এক কুয়াসার ঘ্রাণে
আজ ভাসে—
এক আহত জন্তুর মত তাই
তার বিকৃত রেখাপূর্ণ মুখ,
এবং বিভীষিকার শিহরণ।
প্রতিশোধ কি ভয়ংকর,
মানবতার চন্দ্রকলঙ্কের রূপকে
স্নেহ মায়া মমতার বন্ধনমুক্তিতে,

সকল বাঁধাহীন—
জানেনা সে থামতে, চায় না সে জানতে
বুঝেও বোঝেনা তার নিশ্চয়তার
অনিবার্যতা।

সেদিন ছিল কালো মেঘ
আষাঢ়ের নাভিশ্বাসে হাঁপানির রেশ,
জোয়ারের গম্ভীর ঘোষণার সাথে
ছিল আকাশচেরা বিদ্যুৎ—
প্রকৃতিতে নয়, হৃদয়ে।
উঁচু সৌধসমূহের সুন্দরবনে
হায়েনার পদক্ষেপ শুনেছিল
রাস্তার কয়েকটি সরল বাতি।
জাগ্রত পেশীসমূহের সমন্বয়ে
আক্রোশের নির্দেশনায়,
দাঁড়ায় এসে সে কৃপাণ হাতে
এক বৈভব-পালঙ্ক ধারে।
কারখানার দ্বিধাহীন যন্ত্রের মত
নেমে আসে কৃপাণ
রক্তমাংসের কায়ার 'পর,
রক্তরাগে কালো রাত হয় আরো কালো।

চমক ভাঙে প্রহরীর ডাকে—
লৌহযুক্ত পাদুকার ধ্বনি-সাবধান
মেলে ধরে তার আঁখিপট
সীমিত খাঁচার অসীম অন্ধকারে—
যেথায় লুপ্ত
কারণ কাহিনীর অতীত বর্তমান।

অন্য সব ঘটনার আবর্জনা ফেলে
সে খোঁজে—
শুধু একটি অটুট সত্য
যাকে পারেনি মুছে দিতে সময়ের প্রলেপ,
যাকে করেছে জীবন্ত এই কারাবাস,
অর্থহীন যার কাছে ক্ষমা অনুশোচনা,
অকস্মাৎ হয় যার উদয় কারাকক্ষে
অথবা নিষ্ঠুর লুকোচুরিতে গরাদের পশ্চাতে,
—সেই মুখ,
যার দেহের গন্ধ লেগে আছে আজও
তার হাতের চেটোতে ॥

স্বর্গাদপি গরীয়সী

এক অন্তঃসত্ত্বা নারীর পেটের 'পরে
কান পেতে শুনলাঃ
একটি জন্মের স্পন্দন,
একটি জননীর জন্মের গুঞ্জন,
চিরন্তনের বিবর্ত্তনে
আজও অহেতুক মুখরিত
রমণীর রোমাঞ্চ।
জন্ম হবে
শুধু এক জনমের জন্য,
জননী দেবে জীবের জীবন—
হাড় মাংস রক্তে ভরা
সমাজ সংস্কারের লালন পালন।
তবু,
জননী জানে কিন্তু মানে না
সে যে দিতে অক্ষম
সন্তানের সত্তার সঞ্চার—
মনের মাপকাঠির মর্মর মূর্তি
গঠন হয় ভিন্ন ভাস্কর্যশালায়॥

হলুদ রোদের মৃত্যু

সাগরিকায় দ্বিপ্রহর বালুকাতটে
উত্তপ্ত শামুক সমূহের মেলা,
খেলা শুধু ঢেউ ভাঙার—
শিখাহীন অগ্নিআভায় চঞ্চল রুধির,
ঝিলমিল ঝিনুকের ঝাউবনে
অন্বেষণে
উন্মত্ত দিশাহারা অন্তর।
অবশেষে জীবন সৈকতে
নিশ্চল নিখিল,
ফেনিল আহ্বান মরীচিকা—
তবু তার মাঝে ছুটে আসে যেন
স্বর্গ থেকে স্বর্গপরী রূপে সর্বোপরি,
একটি জোনাকি
একরাশ জ্যোৎস্না—
সাথে নিয়ে আবেগের কালবৈশাখী
অনুভূতির একূল ওকূল দুকূল
অকূলে যায় ভেসে—
সাগর রয় সাক্ষী, বালুকারাশি দর্শক,
সরমে মরে এক ঝাঁক রোদ
পশ্চিম অস্তাচলে ॥

চারতলার চেয়েও উঁচুতে
চিলেকোঠার চালায়
আলেয়ার আলো আকাশ-প্রদীপ—
ছুটে এসেছে মোক্ষলাভের মোহে,
ঘিরে রয়েছে
জাগতিক জাগৃতির জিঘাংসায়
কিছু কোটি কীটগোষ্ঠীর কুয়াসা।
একতলার এলাকার একদিকে
আঁধারের আঙ্গিনায়,
ঘুমন্ত ঘরের
একাকী একক একাংশে
লেখাপড়ার পাটাতনে আত্মার বাতি-
বিস্মৃত বইএর বিশদ বিবরণের বুকে
পড়ে রয়েছে,
আভার আঁচলে আস্ফালনে আকুল
একটি পাখনা ভাঙা পঙ্গু পতঙ্গ ॥

বিলম্বিত লয়

সাইকেলে চলেছিলাম কাঁচা রাস্তায়,
দুধারে সবুজের 'পরে
সবুজ গাছের ছায়ার লুকোচুরি—
দৃষ্টির আকাশে ধূসর বর্ণ
আঁকা-বাঁকা পথ,
পেছল ধুলোতে পায়ের পেশী
চাকা ঘোরাতে রত।
হঠাৎ পায়েব ছন্দ গেল কেটে,
এগিয়ে গেল দুটি চাকা
কিছুদূর—
তারপর, গেল থেমে,
নেমে দেখি শেকল ছিঁড়ে গেছে,
থমকে দাঁড়িয়ে গেছে
সবকিছু।
ছুটলাম ছন্নছাড়ার ছন্দে
এদিক ওদিক দিকবিদিক দিশাহারিয়ে-
একটি নতুন শেকল,
একটি ভিক্ষা জীবনগতি সচল রাখার,
কিন্তু পেলাম না।
তবু মানলাম না হার,
খুঁজলাম—
কত দণ্ড পল দিন যেন বয়ে গেল,

ফিরলাম অবশেষে
সুদূর হাটের দোকান থেকে,
হাতে নতুন শেকল চকচকে—
চিকচিক করছে তখন, কালো তেলের অশ্রুমাখা
পুরোনো ছেঁড়া শেকল
নতুন শেকল লাগাতে গিয়ে
দেখলাম—
গোটা সাইকেলটায় মরচে ধরে গেছে ॥

এক চামচে চমক

জাননা কখন ঘুম ভেঙে গেছে
মাঝরাতে,
দুটি চোখ যেন আঁধারের আকাশ,
কোনও আলোর রেখা নেই,
নেই বাতাস,
পাখা বন্ধ, স্তব্ধ অন্ধকার,
শব্দ শুধু নিশ্বাসের—
ঘামে ভেজা কণ্ঠতল,
কণ্ঠস্বর ভিজে ওঠে কান্নায়।
হাত-পাখার আশায়
কালো কুয়াসায় সন্ধানে নিমগ্ন
আমি—
হলাম হতবাক হঠাৎ হোঁচটে,
নিমেষের তরে
দিলাম ধরা ধরণীতে,
ধরলাম আঁকড়ে নীচের কালচে মাটি—
দেখলাম,
দুহাতে আমার আলোর ঝরনা
জ্যোৎস্না—
কখন চুপিসারে অভিসারে
এসেছে
খোলা জানালার পথ ধরে,
হাত ধরে নিয়ে যেতে, বন্ধ ঘরের বাইরে
আমারে ॥

সময় ফুরিয়ে গেছে

কলম, থামছ না কেন তুমি
বোধশক্তি নেই কি তোমার কালির মগজে
আজই যে ছুটির সূর্যাস্ত।
হও না কেন ক্ষান্ত,
কাগজে আজেবাজের হিজিবিজিতে
আজও কেন দাও ঢেলে
ক্ষণস্থায়ী যতসব অর্থহীন কথা ?
ছুটি শুধু আনন্দের আতশবাজি
ক্ষণকালের স্থিতিতে উঠেছিল অনেক উঁচুতে,
সে নেমেছে আজ
শান্ত বিষাদের সমুদ্র সমতলে।
পুরোনো পথে আনাগোনা,
নতুন নিখিলের চেনাশোনা,
সব মুছে গিয়ে রয়েছে আজ কালচে বর্ণ—
তার 'পর স্পষ্ট হবে কি তোমার
কালো কালির কতক কম্পিত কাহিনী-রেখা ?

বাঁধা ছকের ছোবলে

আর কোন কিছু নয়—
. অকাজ সরস্ ফেলে দিয়ে
সকল প্রশ্ন—কেন, কি, কোথায়
উধাও হয়ে যাক্
শুধু কর্মের যন্ত্রে মৃত্যুতে।
জীবনের সকল অনুভূতি তুচ্ছ হয়ে
কঙ্কাল হয়ে থাকুক পড়ে
এক প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরের
শেওলা কবরে।
সত্য মিথ্যা কুহেলিকার চাতুরী
টানতে যেন না পাড়ে
এক অপার্থিব মনকে
সুদূরের নিষ্ফল চেতনায়।
শুধু কাজ—
নির্বাক কণ্ঠে কঠিন হৃদয়ে
স্থির নেত্রে চঞ্চল চিত্তে
শুধু করে যেতে হবে
চিন্তার না রেখে স্থান—
শুধু চেতনা শুধু প্রেরণা
শুধু উদ্দাম শুধু উচ্ছলতা
শুধু বিপ্লব শুধু ভৈরব
শুধু গরম শুধু চরম,
করে যেতে হবে—
তারপর,
যা হয়েছে তা থাকুক পড়ে
যা হবার তা হবে॥

কলিযুগে রূপদর্শন

সুন্দরী—
মাথার চুল তোমার কালো
ফুটো ড্রাম থেকে গড়িয়ে আসা
আলকাতরার মত,
যেন কোন মিলের চিমনির
কালো ধোঁয়া—
নয়তো শিরোদেশে ঢালা
ব্ল্যাক্ জাপান্—
পাকিয়ে করেছ যাকে টাট্টু ঘোড়ার লেজ।
মুখশ্রী তোমার নিয়ন লাইট্,
দেয়ালের হোয়াইট্ ওয়াশ হয় ভয়ে,
রাগে হলুদ ডিস্টেম্পার—
অনুরাগে হয় লাল ভেল্‌ভেটের বালিশ।
প্লেগবাহী ইঁদুরের পুচ্ছসম ভুরু তোমার,
স্থিত যার নিচে ক্যাডিলাকের হেডলাইটতুল্য
ফস্‌ফরাস্‌পূর্ণ লেন্সের চোখ।
নাসিকা তোমার স্টেন্‌লেস্ স্টীলের ছুরী,
ওষ্ঠাধরে সাম্যবাদের নিশানা
লেগে আছে লাল প্যাস্টেলের কৃপায়—
ম্যাকলিন্সএর হাসিতে জাগে
ক্যামেরার ফ্ল্যাশ্ বাল্‌বএর ঝলক।
গ্রীবা তোমার মসৃণ সরু স্তম্ভ,
ক্রেনের মত বাঁকিয়ে
নিক্ষেপ কর এক্সরে দৃষ্টি।

যমজ ফুজিয়ামাসম
প্লাস্টিক্ পীনপয়োধর কাঁপে আবেগে
গাড়ীর স্পীডোমীটারের কাঁটার মত,
তবু—
শাড়ীর আঁচল্ কসে টানা
উচ্চ টেন্‌সনে।
মাংসল বাহু তোমার রীইনফোর্স্‌ড্
ক্যালসিয়ামের হাড়ে—
হাতে হাল্কা সেলুলয়েডের বৃত্তাকার অলঙ্কার।
স্টারফিশ পানিপত্রে দোলে
ভ্যানিটি ব্যাগের পেণ্ডুলাম—
হুলাহুপের আশীর্ব্বাদে কটি-নিতম্বে
হলিউড্ অভিনেত্রীর মাপ,
যেন ভূমিসৃষ্টির ফোল্ড্ মাউণ্টেন্;
তাই—
নকল সিল্কে মোড়া বাকী নিম্নাংশে
হিচ্‌ককের সাস্‌পেন্স গভীর॥

উত্তর মেঘ

এক নিস্তব্ধ নিশ্বাসে কালের সম্পদ বক্ষে
কোন এক চাহনির আশা—
করাতের তীক্ষ্ণ শব্দ শ্রুতির কক্ষে,
কবরীর কুহক কুয়াসা।
মৃণালসম সৃষ্টি মাধুরী আননে,
ভবিতব্য কালিন্দীর নিশা—
একাকী নয়ন আরবের সুরা,
কেশলতা নৃত্যরতা রতির ক্রন্দনে॥

পশ্চাতের প্রায়শ্চিত্তে

নীরব ক্রন্দনে নিভৃত নিখিলে
স্মৃতি শুধু ডাকে
হতাশার হাতছানি হয়ে,
তবু থাকি
নিঝুমতার নির্মম নেশায়।
বাক্‌হারা দিশাহারা—
তবু আছে ওষ্ঠাধর
আছে অপলক আঁখি,
প্রাণহারা সর্ব্বহারা—
তবু আছে সব,
নেই শুধু মূল্য
অর্থ নেই কোন,
মনে হয় তাই সবটুকুই ফাঁকি।
তুমি আজ ইতিহাস
শুধু সময়ের শেকলে বাঁধা—
চিরপুরাতন চেনা-অচেনার মাঝে
এখনও এক
ধুমকেতুর ধুলাময় ধাঁধা।
ছিলে নিরুত্তর সকল প্রশ্নে—
যেথায় থাকো আজ
জেনে রেখো,
বাস্তবের বর্বরতার বুকে
আছে আজও—
তোমার তরে তৈরী
আমাদের মিলন মণ্ডপ ॥

কিছুক্ষণের অনুক্ষণে

সে ছিল এক নেশার স্বপন
নয়তো কোন পেয়ালা,
জীবনরসের বাসর হতে
এক হারিয়ে যাওয়া মালা।
বিদ্যুৎসম নৃত্যদোলায়,
বিভোর স্বপ্নে নবীন পাতায়
ছিল সে স্নিগ্ধ আকাশ
তাই—
ভেসেছিল মন মেঘের ভেলায়।
এসেছিল সে ধূমকেতু রূপে
মনযমুনার রঙিন দ্বীপে—
আমি পারিনি বোঝাতে তাকে
ছবির 'পরে ছবি এঁকে ;
তাই নির্বাসিত বনের বুকে
ফিরেছিল সে—ধীরে,
কোন কঠিন নিশার অভিশাপে ॥

অমিলের মিতালি

তোমার রঙের তুলিতে ঝরে
আমন্ত্রণের আভা—
তবু তুমি ভিন্ন,
তোমার ছবির পাশে রাখি আমি তাই
নিজের প্রতিচ্ছবি—
এতো মিলবে না কোন দিন,
তোমার মনের সূক্ষ্ম রেখাচিত্রে
ভরবে না কোন দিন
আমি জানি—
আমার দেহমনের অনুরাগের বরন।
তোমার নম্র রেখা থাক পড়ে
সৌরভের অঙ্কনপত্র রূপে—
সবুজ প্রান্তর তোমার নাইবা হল মলিন
আমার বাস্তববাদী রাস্তার ধুলোতে ॥

সাড়া নেই

তুলি থেমে গেছে,

কিছু রেখা, কিছু রঙ,

স্বপ্ন-কল্পনার দর্পণ—একটি ছবি,

একটি বাড়ীর প্রতিচ্ছবি,

প্রতিশ্রুতি একটি বাসার

ভালবাসার,—

তবু তুলি থেমে আছে,

কেঁপে উঠেছিল

এইতো কিছুক্ষণ আগে,

যখন,

ঝাপসা হয়েছিল রেখা ও রঙের

আলিঙ্গন,

কুয়াসা মুছে গেল হঠাৎ,—

তুলির রঙ শুকিয়ে গেছে,

দৃষ্টির আকাশ থেকে খসে গেছে

কিছু জল,

শুধু ভিজে উঠেছে

কাগজের ওপর দিকে আঁকা,

শুকনো নীল রঙের একমুঠো আকাশ ॥

অপেক্ষার অঙ্করেখায়

জীবনের তামসী নিশায়
কালের কুয়াসায় ক্লান্ত
অন্তরের রুধির,
রুক্ষ কবচে বিদ্ধ মন
গদ্যের গরিমায় ।
চিন্তার শাখামৃগ উন্মুক্ত
বন্য বিনোদনের বঙ্কিম বেগে,
শুধুমাত্র কায়া কম্পিত
স্থিতির নেশায় ।
বক্ষপট পিঞ্জরে
অশান্ত অনুভূতির অলি
আস্ফালনে আকুল
অজানা আনন্দের আশায়—
শুধু আসবে কবে,
সে আসবে যবে
হয়ত হবে শান্ত তখন,
নয়তো স্পন্দনের ক্রন্দনে মিশে
নয়ন চন্দনে,
ব্যাকুলিত হবে আশায় ভাষায়
উদভ্রান্ত এক জীবনোচ্ছ্বাসে ॥

সে যে মরীচিকা

জীবনমরুর প্রান্তে ভাসে আজ
এক মরীচিকা—
প্রেম নামে খ্যাত সে মানব সমাজে।
তবু এই ভাল,
শূন্যতার অলসতায় স্থগিত হয় না গতি
ঝিনঝিন ধরে না পায়ে
নামে না অর্থহীন নীরবতা বক্ষপটে।
না পাওয়ার অকারণ নিরাশায়
দগ্ধ হয় না কপালের শিরা,
অনন্ত অজান্তের অসীমে
ছুটে চলেছি আমি আজ—
জানি সব ব্যর্থতা
তবু,
সে যে মরীচিকা—
টেনে নিয়ে চলে,
কর্তব্যের জালে বেঁধে
চালিত করে জীবনযন্ত্র,
তাই বেষ্টন করে আজ আমারে
এক একনিষ্ঠ নিষ্ঠুর অনুরাগ ॥

তৃষিত তিমিরে

অসংযত যদি করে মোরে
এই অন্ধকার—
চাইব তোমারে
বারে বারে
এই নিশীথের গভীর তিমিরে।
এখানে না রেখে বন্ধন,
না রেখে গোপন কোন
ব্যাথার কথা
অথবা কথার ব্যথা,
আঁধারে করে উন্মুক্ত দুজনের
অন্তরদুয়ার—
দেখব আমরা
প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব
আমাদের মাদকতার
পরস্পরের পেয়ালায়,
জানব দুজনায়
তৃপ্ত হব—
যৌবনসুরার চরম নেশায় ॥

আবেশের পরিবেশে

কুয়াসায় কুহকিনী রাতে আজ—
অনিমেষ আঁখিপট,
মেলে মরম মাঝে,
চিন্তাগুচ্ছ সরিয়ে সরমে,
অনুভূতির চরমে
করেছি আমাকে
তোমার তরীর মাঝি।
উন্মুক্ত খেয়ালের না রেখে হিসেব
ঢাকি না হৃদয়স্পন্দন,
বাকি সব যদি হয় ফাঁকি—
রাখি তবু বিশ্বাস
নিশ্বাসের নিবিড় নিকুঞ্জে,
ভালবাসা
রয়েছে ঘিরে আমারে
মহুয়ার মনোহারিণী মাদকতার
সৌরভসম ॥

পিপাসার বিপাশা

তুমি মিতা—
শুধু তাই নও
আরো কিছু নিশ্চয়
তুমি সুমিতা।
তবু আরো কিছু হতে পারো
স্পন্দনের আকাশে মেলে
তৃষিত চাহনির
আবেশের ডানা।
দিতে যদি চাও আরো কিছু
কোন কিছু—
অন্তর উজার করে দিও
না রেখে গোপন করে একটিও কণা,
কিন্তু,
না দিতে চাও যদি কিছু,
দিও না এতটুকু, কোনকিছু—
শূন্যতায় করুক টলমল
আমার মায়াভরা পাত্র।

পেতে যদি চাও আরো কিছু,
রুদ্ধশ্বাসে প্রস্তুত
সংগ্রামের সাগরে
আমি—
ছিন্ন করব আমরা
বিঘ্নভরা
জগতের যান্ত্রিক বন্ধন।

আরো কিছু যদি চাও
কাছে বোসো—
একবার অনন্তকাল ধরে
জীবনের সুরে,
গভীর তিমিরে
বিজনে কূজনে নিকটে এসে
হব আমরা আমাদের কাছে
আরো কিছু ।

আরো কিছু ছন্দ যদি চাও
এসো সন্নিধানে,
মিলিত স্পন্দনের বেতালের তালে
ভেসে যাবে আমাদের
অন্তরগীতি ।
চাও যদি আরো কিছু আনন্দ
ছুটে চল তবে
জীবনের পথে পথে, সাথে সাথে
তুচ্ছ দুঃখ সমূহ করে অবজ্ঞা—
শুধু করো অনুভব
মৃদু স্পর্শের উতরোল শিহরন ।
হয়ত চাইবে আরো কিছু হাসি,
দিতে রাজী—
রহস্যের রসিক রসনায়
প্রবন্ধ করব আমরা
প্রাণের অট্টহাস ।

তৃপ্তি সন্ধানে
আরো কিছু মাধুরী
চাও যদি—

এসো, দেহ মনে
একাকী একক সংগোপনে
রচনা হোক যৌবনের
মাতাল মন্দির,
যেখানে প্রেমের পুজোর নেই কোন
হিসেব নিকেশ।
বিশ্বাস যদি চাও আরো কিছু
এই অবিশ্বাস্য পৃথিবীর বুকে,
তাও দেব তোমায়
সৃষ্টি করে
একনিষ্ঠতার দুঃসাহসিক স্তম্ভ
অন্তরে, অশান্ত অনুভূতির
সাগর তটে।
তবু যদি না মেটে তৃষ্ণা
বুঝে নিও,
এ যে প্রেমের পিয়াস
এতো নয় মেটবার—
তখনও চাইব আমি এইটুকু,
তুমি যেন চেয়ে যাও আরো কিছু
আমার কাছে
চিরকাল ধরে—
দিতে যদি হয় রক্ত দিয়ে
তাই দেব, তবু দেব—দিয়ে যাব
তারপর ছুটি নেব ॥

আবেগের আক্রমণে

গদ্যময় মনের ঝিলে
পদ্মপাতা শিহরণের পদ্যছন্দ
তুলেছে হিল্লোল,
এক ঝাঁক বলাকার মত।
ব্যঘাতে আঘাতে ক্ষিপ্ত চিন্তাগুচ্ছ
চঞ্চলা হরিণীর মত
পালিয়ে বেড়ায় কাজের বনে,
মুক্তি পেতে চায়
লুকিয়ে মুখ সরল মনে—
তবু বেষ্টিত দেহখানি,
শিকারী আবেগের জালে
জ্বালাতনে জ্বলে যায়॥

মাকালসম জীবনের কবলে
তির্যকের কষ ভেসে যায়,
নোনা স্বাদের নিরস হাওয়ায়
থেমে যায় তার তরী পাল গুটিয়ে।
নিকুঞ্জের নাভিশ্বাসে এক অস্বস্তির বাস,
নয় রজনীগন্ধা, তবু রক্তপলাশ
ফুটেছে কালের রক্তালোকে,
পথের রক্তিম রেখা হয় না তবু নিশ্চিহ্ন
কণ্টকবিদ্ধ পদতলের তরে—
সে যে এক অক্লান্ত পথিকের।
কোন নীরব মনের শিবিরে,
নেকড়ের মত আসে তিমিরে
ধীর পদক্ষেপে—
নিরাশার অর্থহীন আক্রমণ
সংগোপনে।
বিবর্ণ ধুলোর পায়ের চিহ্নে
ক্ষণিকের বিরতি থাকে না আর,
শুধু তৃষ্ণার্ত চাহিদা তার
বিষণ্ণ বিষাদের॥

শূন্যতার স্বাদ তেঁতো

অনুভূতি কার সোপানে
পথের রক্তিম ধুলোতে
আবৃত—
শুধু বেদনার নিনাদ।
শিখরে আজ মনের
শ্বেতপদ্ম,
তাই কালো জল থাক পড়ে
নীচুতে—
শুধু স্তব্ধবন্ধ আর্তনাদ ॥

রক্তস্নাত একাকী কলঙ্ক
জীবনের মেঘদূত হয়ে ভাসে
কোন এক গোপন পিপাসার আর্তনাদে
শেষ রসটুকু পেয়ালার কোণে
পড়ে থাকে অবিচল,
বাকি মর্মরধ্বনি থাকে
আলোর আবছা প্রতিবিম্ব কুয়াসায়।
আনন্দের কেয়া ডাকে হাতছানি দিয়ে
চিরপুরাতন কেশর রাগে,
মনের বাষ্পাচ্ছন্ন ঝোপের মাঝে
উঁকি-ঝুঁকি দেয় এক সর্পমুণ্ড।
ঝড়ের চঞ্চলতায় অন্তরের শাখা-প্রশাখা
ওঠে দুলে—
নিশ্বাসের নিস্তব্ধ ধ্বনির ব্যবধানে
ব্যাঘাত হানে তাই
এক গ্রাস গোঙানির শব্দ ॥

এক ঝুড়ি বিষাদ

লাগামের টানে
উদ্দীপনার অশ্ব যায় থেমে ;
প্রেমের পেয়ালায়
চুম্বকের চুম্বন আঁকতে গিয়ে
লাগে বিষম ।
পৌরুষ পরশ পাথরের সংঘাতে
হয় চূর্ণ-বিচূর্ণ ;
রক্তকরবী চোখের দৃষ্টিতে নামে
গোধূলির ধূসর বর্ণ ।
এক রুদ্ধ নিশ্বাসের চাপা নেশায়
নির্জীব অন্তরস্থল ;
কোন এক দংশনের জ্বালা
উজান-গঙ্গা-সম
বয়ে যায় শিরা উপশিরায় ।
চোখের পাতা নামতে গিয়ে
হয় অর্দ্ধনিমীলিত ;
বিরহ-অরণ্যের ঝিঁঝিপোকার ডাক,
প্রেতের অস্থিপঞ্জরের বাহুবন্ধনসম
বেষ্টন করে
ললাটের অন্তরস্থ চিন্তাগুচ্ছ ।
অবশতার ভাষা, ব্যক্ততার অভাবে,
বহির্দৃষ্টিকে
অন্তরদর্শনে আনে টেনে ।

মুমূর্ষুর প্রতি ঝরে না কোনদিন
এক বিন্দু মমতা,
তথাপি প্রত্যহ প্রত্যূষের সবুজ 'পরে
আরোপ হয়
মুক্তাসম শিশিরকণা।
তাই—
বিবেকের নিরেট পাথরে
ব্যর্থতার কাঠকয়লা দিয়ে লেখা
বাকি কয়েকটি কথা॥

অগ্রদূত

গাছের পাতা নড়ে উঠল,

যদিও কালবৈশাখীর কালো

এখনও বহুদূরে,

বিদ্যুতের চমকে

শালিক পাখীটা নীড় হারা হয়ে

ডানা মেলে গেছে—

বই এর পাতা উল্টে গেল,

জানিনা কখন অলখে

জানালা দিয়ে গড়িয়ে এসেছে

এক ঝুড়ি বাতাস,

আকাশটা যেন আরো পিছিয়ে গেছে

ঐ কালিমার আড়ালে—

চোখের পাতা নেমে এল,

ঘরের এক কোণে

মাটির প্রদীপটা নিভে গেছে,

ভেঙে গেছে,

রয়ে গেছে শুধু আঁধারের আলিঙ্গন,

যদিও কালবৈশাখীর কালো

এখনও বহুদূরে ॥

জীবনের ক্লান্ত সীমায়

জীবনের ক্লান্ত সীমায়,
কত অজানা কথায় গাঁথা,
কত অশ্রু, কত আনন্দ চেতনা,
কত বিভোর স্বপ্ন, অসহ্য দুঃস্বপ্ন,
অতীত-নদের ব্যাকুল স্রোতে
জয় পরাজয়ের হানিত ভাঙা খেয়া
এসে দাঁড়ায়।
জীবন-রাস্তায়
আলতো ভাবে আলতা ছিটিয়ে
ক্লেদ-ক্লেশ-শূন্য পথের দাবী
জানিয়ে এসেছে তার
ক্লান্তপূর্ণ অক্লান্ত গতি।
কিন্তু আজ—
বিগত ইতিহাসের অবশিষ্ট স্বরূপ
আছে শূন্যতা।
বিরক্ত বিস্মিত বিবেকের বক্তৃতা
জনমানবপূর্ণ শহরে
স্তব্ধতা আনে,
নিঃস্তব্ধ শান্তির প্রাণে আনে
অবসাদের এবং
বিষাদের বিষন্ন বিপ্লবী বিড়ম্বনা।

অসীম অকূল অপার.
ব্রহ্মাণ্ডের এক কোনে, বহুমুখী
প্রতিফলিত, প্রজ্বলিত, প্রতিভাপূর্ণ
হিরকের মত স্থিত
একখণ্ড কদাকার কাদার পিণ্ড।
দিনরাত্রি, প্রাতঃ সন্ধ্যা,
জন্ম মৃত্যু, বাল্য যৌবনসম
অসমাপ্তির অবাক অসহ্য ধারা
বয়ে যায়।
এ শুধু মনে হয় মাত্র—
কিন্তু,
ভরে ওঠে জীবনপাত্র
অব্যক্ত ভাষার রসে।
বিবর্তনের মহামারী হতে
মুক্ত হতে পারেনি
দুই বন্ধু—
কায়া ছায়া, দৈহিক মানসিক,
আন্তরিক বাহ্যিক—
কত কিছু ছদ্মনামে, মানস সভ্যতার তীরে
অশ্রু হাসির জলেভেজা মাটির 'পর,
ক্লান্তিতে পড়ে নুয়ে।

আজ—

জীবনাবসানের রক্তিম সন্ধ্যায়

আরক্ত কপালের কুঞ্চিত বক্র রেখা

আগামী অজানা আশঙ্কায়,

অজানিত আনন্দে

দুরাশায় দুঃখে, প্রতীক্ষায় রত।

কিন্তু কার?

বিষম বিবর্তনের বিষাক্ত বায়ুতে বিনষ্ট

সেই প্রশ্নোত্তর—

তাই আজ সে

জীবনের ক্লান্ত সীমায়॥

চিরন্তনের আমন্ত্রণ

মধ্যাহ্নে ক্লান্তির ছায়া নামে—
মনের আঁধারে কিছু কিছু
অতীতের দর্শক
উঁকি দিয়ে চলে যায়,
বলে যায় কানে কানে
আগামী দিনের শ্রান্তির স্তব্ধতা।
কোন এক পিপাসা হতাশা হয়ে
ফিরে আসে বারবার
মরীচিকা বেশে,
অশ্রুমালার আভরণ নিয়ে
অঞ্জলি পাত্রে।
শুধু ওপার থেকে বাতাস কাঁপিয়ে
ডেকে ওঠে সনাতন সখা
হাতছানি দিয়ে—
আর নয় বিলম্ব এতটুকু,
সায়াহ্নের সময়টুকু
সাথে নিয়ে যেতে হবে ওপারে,
একান্ত আপন বন্ধুর উপহার হিসেবে॥

পুনরায়

পুরাতন—
তোমায় রেখে যাই আজ
নূতনের তরে।
তোমার বোঝা টানতে আমি ক্লান্ত,
তুমি ভুল বুঝোনা তবু
একনিষ্ঠ আমার এ অনুরোধ।
তোমায় ভুলতে পারি না—
কেন মনে হয় তবু জানি না,
দূরের সুরে ভাসে আজ
তোমার অভিমান।
এই বিদায়ের ক্ষণটুকু দাও ভরে
পুনর্মিলনের হাসিতে,
ইতিহাসের সান্ত্বনায়
আশাবাদীর ভাবনায়—
তুমি তো জান,
সদ্য নূতন যখন হবে আগামীতে পুরাতন
তোমার কাছেই আসব ফিরে,
তুমি যে প্রথম পুরাতন॥

চতুর্থ পরিধি

মহাবিশ্বে মহাশূন্যে মহাকাশে,
ত্রিশঙ্কু
ক্ষুদ্র পৃথিবীর
ক্ষুদ্রতর একটি কোণে
ক্ষুদ্রতম আমি,
নিজের কণাটুকু স্থান
আঁকড়ে আছি,
চিরন্তনের এক বিন্দু অধ্যায়ে
রয়ে গেছি,
চেয়েছি কিছু দিয়ে যেতে—
কিন্তু কত
গণ্ডায় গণ্ডায় দণ্ড পল
পণ্ড হয়ে গেছে,
এখনও এখানে
সময়ের সাথে দাবা খেলে চলেছি ॥